ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ ইউ.কে.জি

সংকলন ঃ মনসূর আহমাদ মাদানী
অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

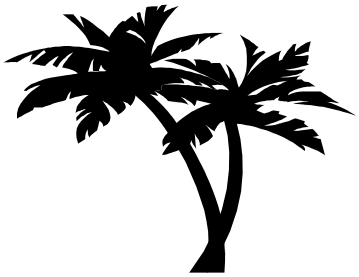

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الفيل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

سورة الهمزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)

سورة العصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

سورة التكاثر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (٢) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ (٨)

سورة القارعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)

سورة العاديات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (٥) إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)

ফুলদানি---২

হাদীস শরীফ

১। ঈমানের রুকনসমূহ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.)

অর্থাৎ, তুমি (১) আল্লাহর প্রতি, (২) তাঁর ফিরিশ্তাগণ, (৩) তাঁর কিতাবসমূহ, (৪) তাঁর রসূলসমূহ, (৫) পরকাল এবং (৬) ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। (মুসলিম ১০২নং)

২। মুসলিমের অধিকার ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ).

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে।" *(বুখারী ৬০৬৫, মুসলিম ৬৬৯৯নং)*

৩। মূর্তি বা ছবি ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ).

অর্থাৎ, সেই ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি বা মূর্তি থাকে। (বুখারী ৩৩২২, মুসলিম ৫৬৩৬নং)

৪। ছবি বা মূর্তি-নির্মাতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সবার চাইতে বেশি কঠিন শাস্তি হবে।" (বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ৫৬৬ ১নং)

৫। প্রকৃত বীর ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ).

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *(বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯নং)*

৬। মসজিদ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ).

অর্থাৎ, তোমরা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। (মুসলিম ১২১৬নং)

৭। দরূদ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার করুণা বর্ষণ করবেন। (মুসলিম ৯৩৯নং)

৮। কুরআন তিলাঅত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ).

অর্থাৎ, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। (মুসলিম ১৯১০নং)

৯। পবিত্রতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ).

অর্থাৎ, পত্রিতা (উযূ) ছাড়া কোন নামায কবূল হয় না এবং চুরি করা মালের দানও কবূল হয় না। (মুসলিম ৫৫৭নং)

১০। আত্মীয়তার বন্ধন ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ).

অর্থাৎ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ৬৬৮৪নং)

ফুলদানি---৩
আক্বীদা ও বিশ্বাস
(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদ' কাকে বলে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহকে তাঁর সত্ত্বা, কর্ম, নাম ও গুণাবলী এবং অধিকারে একক, অদ্বিতীয় ও অনুপম জানা ও মানাকে 'তাওহীদ' বলে।

২নং প্রশ্ন ঃ 'মুওয়াহহিদ' কাকে বলে?

উত্তর ঃ তাওহীদের অনুসারীকে 'মুওয়াহহিদ' বা তাওহীদবাদী বলে।

৩নং প্রশ্ন ঃ তাওহীদ মানার উপকারিতা কী?

উত্তর ঃ তাওহীদ মানলে মানুষ জান্নাতী হতে পারবে।

৪নং প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক জাতির প্রতি মহান আল্লাহ পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তাঁদের পয়গাম কী ছিল?

উত্তর ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের পয়গাম ছিল, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

৫নং প্রশ্ন ঃ 'তাগূত' কাকে বলে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক সেই বস্তু ও ব্যক্তিকে 'তাগূত' বলা হয়, যাকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক বানানো হয় এবং সে তাতে সম্মত থাকে।

৬নং প্রশ্ন ঃ নিজ বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকার কী?

উত্তর ঃ নিজ বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকার এই যে, বান্দা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং কাউকে তাঁর শরীক বানাবে না।

৭নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার এই যে, বান্দা শির্ক না করলে তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না।

৮নং প্রশ্ন ঃ তাওহীদ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ তাওহীদ তিন প্রকার ঃ (১) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের তাওহীদ), (২) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের তাওহীদ) ও (৩) তাওহীদুল আসমা অস্‌সিফাত (নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ)

৯নং প্রশ্ন ঃ মক্কার মুশরিকরা কোন্ তাওহীদকে মানত?

উত্তর ঃ মক্কার মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ'কে মানত এবং 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'কে অস্বীকার করত।

১০নং প্রশ্ন ঃ 'ঈমান' কাকে বলে?

উত্তর ঃ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করার নাম ঈমান।

১১নং প্রশ্ন ঃ ঈমান কিসে বৃদ্ধি পায় এবং কিসে হ্রাস পায়?

উত্তর ঃ পুণ্য কাজে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজে ঈমান হ্রাস পায়।

১২নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কি তন্দ্রা বা নিদ্রা আছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।

১৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কি কখনো কোন কাজে ক্লান্ত হন?

উত্তর ঃ তাঁকে ক্লান্তি স্পর্শ করে না।

১৪নং প্রশ্ন ঃ আমরা যা কিছু করি, মহান আল্লাহ কি সব জানতে পারেন?

উত্তর ঃ আমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা কিছু করি, তিনি সব জানতে পারেন।

১৫নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কীভাবে কর্ম সম্পাদন করেন?

উত্তর ঃ কোন কাজ করার ইচ্ছায় 'হও' বললে, তা হয়ে যায়।

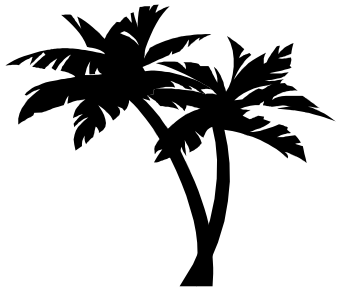

ফুলদানি--- ৪

ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ নামাযের জন্য ওযূ কি জরুরী?

উত্তর ঃ নামাযের জন্য ওযূ ফরয।

২নং প্রশ্ন ঃ নিয়ত ছাড়া ওযূ হয় কি?

উত্তর ঃ নিয়ত ছাড়া কোন কাজই হয় না, উযূও নয়।

৩নং প্রশ্ন ঃ উযূর শর্তাবলী কী কী?

উত্তর ঃ (১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। (২) পবিত্র পানি ব্যবহার করা। (৩) উযূর অঙ্গ থেকে পানি-নিবারক বস্তু দূর করা।

৪নং প্রশ্ন ঃ উযূর ফরযগুলি কী কী?

উত্তর ঃ (১) মুখমন্ডল ধৌত করা (কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়া এরই শামিল)। (২) কনুই-সহ দুই হাত ধৌত করা। (৩) কান-সহ পুরো মাথা মাসাহ করা। (৪) গাঁট-সহ দুই পা ধৌত করা। (৫) নবী ﷺ কর্তৃক উযূর যে তরতীব বর্ণিত হয়েছে, সেই তরতীব অনুসারে উযূ করা। (৬) নিরবচ্ছিন্নভাবে একটির পর অন্য অঙ্গটি ধৌত করা।

৫নং প্রশ্ন ঃ উযূ নষ্টকারী জিনিসগুলি কী কী?

উত্তর ঃ (১) প্রস্রাব বা পায়খানাদ্বার হতে কিছু বের হওয়া। (২) গভীর ঘুম বা বেহুঁশ হওয়ার ফলে জ্ঞানশূন্য হওয়া। (৩) হাত দ্বারা সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। (৪) উটের গোশ্ত খাওয়া।

ফুলদানি---৫
পবিত্র জীবনী

১নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর বংশ-তালিকা উল্লেখ কর?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ।

২নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর মাতার বংশ-তালিকা কী?

উত্তর ঃ আমিনা বিন্তে অহাব বিন আব্দে মানাফ।

৩নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর শুভজন্ম কখন ও কোথায় হয়েছে?

উত্তর ঃ ৯ অথবা ১২ রবীউল আওয়াল হস্তিবাহিনী দ্বারা কা'বাগৃহ ধ্বংসের অপচেষ্টার বছরে মোতাবেক ২০ অথবা ২২ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার সকালে মক্কা নগরীতে তাঁর শুভজন্ম হয়।

৪নং প্রশ্ন ঃ তাঁর পিতামহ তাঁর নাম কী রেখেছিলেন?

উত্তর ঃ তাঁর পিতামহ তাঁর নাম রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ'।

৫নং প্রশ্ন ঃ তাঁর জন্ম কি খতনা করা অবস্থায় হয়েছিল?

উত্তর ঃ তাঁর জন্ম খতনা করা অবস্থায় হয়নি। বরং আরবের প্রথা অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে তাঁর খতনা করা হয়েছিল এবং আক্বীক্বাও হয়েছিল ঐ দিনে।

৬নং প্রশ্ন ঃ মাতৃদুগ্ধ পান করার পর তিনি আর কার দুগ্ধ পান করেছিলেন?

উত্তর ঃ আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবার।

৭নং প্রশ্ন ঃ তাঁকে দুধমায়ের নিকট সোপর্দ কেন করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ যাতে তাঁর দেহ সুঠাম ও শক্তিশালী হয় এবং তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারেন।

৮নং প্রশ্ন ঃ তিনি দুধমাতা হালীমা সা'দিয়ার নিকট কতদিন ছিলেন?

উত্তর ঃ পাঁচ বছর।

৯নং প্রশ্ন ঃ যখন তাঁর মায়ের ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ছয় বছর।

১০নং প্রশ্ন ঃ যখন তাঁর দাদার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন।

১১নং প্রশ্ন ঃ দাদার পর তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ তাঁর চাচা আবূ তালেব।

১২নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

১৩নং প্রশ্ন ঃ বিবাহের সময় তাঁর ও হযরত খাদীজার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ তাঁর বয়স ২৫ এবং হযরত খাদীজার বয়স ৪০ ছিল।

১৪নং প্রশ্ন ঃ হযরত খাদীজার গর্ভে তাঁর পুত্রকন্যা কতজন ছিল?

উত্তর ঃ ছয় জন। ক্বাসেম, যায়নাব, রুক্বাইয়্যাহ, উম্মে কুলষূম, ফাত্বিমাহ, আব্দুল্লাহ (তাহের)।

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

১। উযূ করার পূর্বে দুআ ঃ

(بِسْمِ اللهِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে (আমি বাড়ি প্রবেশ করছি)। (আবূ দাউদ ১০১নং)

২। উযূর পরে দুআ ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। (মুসলিম ৫৭৬নং) হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (তিরমিযী ৫৫নং)

৩। আযানের পরে দুআ ঃ

اَللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَّحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

অর্থ- হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। (বুখারী ৬১৪নং)

৪। নামাযে ইস্তিফ্‌তাহর দুআ ঃ

اَللّـهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَـدْتَّ بَيْنَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّهُمَّ نَقِّنِيْ

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،

اَللّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা

কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও। (বুখারী ৭৪৪, ২২৭৬নং)

অথবা এই দুআ ঃ

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

অর্থ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (আবু দাউদ ৭৭৬নং)

৫। রুকূর দুআ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

অর্থ ঃ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (মুসলিম ১৮৫০নং)

৬। রুকূ থেকে ওঠার পর দুআ ঃ

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْه.

অর্থ ঃ আল্লাহর যে প্রশংসা করে, তিনি তা শ্রবণ করেন। হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা; যে প্রশংসা অজস্র, পবিত্র ও প্রাচুর্যময়। (বুখারী ৭৯৯, মুসলিম ১৩৮৫নং)

৭। সিজদার দুআ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى.

অর্থ ঃ আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। (মুসলিম ১৮৫০নং)

৮। দুই সিজদার মাঝে দুআ ঃ

اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। (সহীহ তিরমিযী ১/৯০, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪৮, আবু দাউদ)

৯। তাশাহ্হুদের দুআ

اَلتَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। (বুখারী ৮৩১, মুসলিম ৯২৪নং)

১০। দরূদ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। (বুখারী ৩৩৭০নং)

১১। সালাম ফেরার আগে দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। (বুখারী ৮৩২, মুসলিম ১৩৫২নং)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি মহা ক্ষমাশীল বড় দয়াবান। (বুখারী ৮৩৪, মুসলিম ৭০৪৪নং)

১২। সালাম ফেরার পরে দুআ ঃ

১। أَسْتَغْفِرُ الله আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার।

২। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১৩৬২নং)*

৩। لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪। اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী ৮৪৪, মুসলিম ১৩৬৬নং)*

৫। لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله.

অর্থঃ- আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই।

৬। لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্বলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। *(মুসলিম ১৩৭১নং)*

৭। سُبْحانَ الله সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা

করছি। ৩৩ বার। اَلْحَمْدُ لله আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। اَللهُ أَكْبَر আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য উপরোক্ত ৩নং দুআ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়। *(মুসলিম ১৩৮০নং)*

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না করে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)*

ফুলদানি---৭

ইসলামী আদব

❁ মসজিদের বিভিন্ন আদব

মসজিদ আল্লাহর ঘর। মুসলিম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে তাঁর ইবাদতের জন্য এই ঘরে আসে। যে ব্যক্তি উযূ ক'রে মসজিদে যায় এবং লোকেদের সাথে জামাআত-সহকারে ফরয নামায পড়ে, তার পাপরাশিকে মহান আল্লাহ মাফ ক'রে দেন।

মসজিদের প্রতি কিছু আদব আছে, যা জেনে রাখা আমাদের জন্য জরুরী।

১। কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন অথবা অনুরূপ কোন দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদে আসা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে নামাযীরা কষ্ট পান এবং সেই সাথে আল্লাহর ফিরিশ্তারাও। বিড়ি-সিগারেট খেয়ে আসাও একই পর্যায়ভুক্ত।

২। মসজিদ প্রবেশের পূর্বে মোবাইল-ফোন বন্ধ করা জরুরী।

৩। নামাযের সময় হয়ে গেলে সকাল-সকাল মসজিদে যাওয়া কর্তব্য।

৪। আযান হয়ে গেলে তাড়াহুড়া বা ছুটাছুটি না ক'রে ধীরে সুস্থে মসজিদে যাওয়া কর্তব্য।

৫। মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ পড়া কর্তব্য।

৬। মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বাড়ানো কর্তব্য।

৭। মসজিদ প্রবেশের পর বসার আগে দুই রাকআত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সুন্নত নামায পড়া কর্তব্য।

৮। মসজিদ ইবাদতের জায়গা। একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময় ক'রে রাখা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

❁ সত্যবাদিতার উপকারিতা

মুসলিম সদা সত্য কথা বলে এবং সত্যবাদীকে ভালবাসে। যেহেতু সত্য কথা বলা মুসলিমের একটি সদ্গুণ। এর ফলে সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রেখে জান্নাতের নিকটবর্তী ক'রে নেয়। সে মানুষের কাছে প্রিয় হয়, প্রিয় হয় আল্লাহর কাছেও।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লেখা হয়। (বুখারী ৬০৯৪নং, মুসলিম ২৬০৭নং)

۞ সত্যবাদিতা পরিত্রাণ

۞ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দুই যুবককে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারা উভয়ে বিদ্রোহী ছিল। আর হাজ্জাজের কাছে বিদ্রোহের সাজা ছিল মৃত্যুদন্ড। যখন তাঁর পুলিশ তাদেরকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল, তখন কেউ তাঁকে পরামর্শ দিল যে, যুবক দু'টির বাপ সত্যবাদিতায় প্রসিদ্ধ। যদি তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে সে সত্য কথা বলে দেবে এবং তারা ধরাও পড়ে যাবে। সুতরাং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের পিতার সত্যবাদিতার পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করল। তাঁর পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তাকে ঐ দুই যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তারা কোথায় আছে? পিতা সত্য কথা বলে দিল, তারা ঘরেই আছে। পুলিশ ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের পিতার সত্যবাদিতায় বড় অবাক হলেন। দু'জনের প্রাণ যাবে জেনেও সত্য কথা বলার মহাপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে গেল! সুতরাং তিনিও পিতার এই কঠোর সত্যবাদিতার জন্য তার উভয় পুত্রকে ক্ষমা ক'রে মুক্তি দিলেন।

۞ এক ব্যক্তি একদল শত্রুর ভয়ে পালিয়ে একটি সৎ লোকের নিকট আশ্রয় নিল। সে তাকে বলল, 'আমাকে আমার শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করুন এবং আমাকে আত্মগোপন করার একটা জায়গা দিন।' সে তাকে একটি সাধারণ জায়গায় শুয়ে যেতে বলল এবং তার উপরে খেজুরের পাতা বিছিয়ে দিয়ে আড়াল ক'রে দিল। শত্রুদল খুঁজতে খুঁজতে ঐ ব্যক্তির কাছে এসে পালিয়ে আসা ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য কথাই বলল, 'ঐ পাতাগুলির নিচে আছে দেখো।' কিন্তু ওরা সে কথা মজাক মনে ক'রে ছেড়ে চলে গেল। সুতরাং একজনের সৎ লোকের সত্য কথা বলার ফলে একটি লোকের প্রাণ বেঁচে গেল।

ফুলদানি---৮
ইসলামী সংস্কৃতি

১নং প্রশ্ন ঃ কুরআন কারীমে 'মুহাম্মাদ' নাম কতবার উল্লেখ হয়েছে?

উত্তর ঃ ৪ বার।

২নং প্রশ্ন ঃ ইসলামী বিধানে চুরির শাস্তি কী?

উত্তর ঃ কব্জি পর্যন্ত হাত কাটা।

৩নং প্রশ্ন ঃ 'আমীন' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ কবূল কর।

৪নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে?

উত্তর ঃ মদীনায় মা আয়েশার ঘরের ভিতরে।

৫নং প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর নাতি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ হাসান ও হুসাইন বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

৬নং প্রশ্ন ঃ কোন্ সূরায় 'মীম' হরফ ব্যবহার হয়নি?

উত্তর ঃ সূরা কাওযারে।

৭নং প্রশ্ন ঃ অত্যাচারের সময় 'আহাদ-আহাদ' বলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কে??

উত্তর ঃ বিলাল বিন রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

৮নং প্রশ্ন ঃ কোন্ সূরাতে দুইবার সিজদা আছে?

উত্তর ঃ সূরা হাজ্জে।